স্মার্ট শিক্ষা, নৈতিকতা ও প্রযুক্তি

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর স্মার্ট অ্যাপ্রোচ

গ্রন্থনা ও সম্পাদনায়

ডক্টর মোঃ মাহমুদুল হাছান

Academia Publishing House Ltd.

স্মার্ট শিক্ষা, নৈতিকতা ও প্রযুক্তি
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর স্মার্ট অ্যাপ্রোচ

গ্রন্থনা ও সম্পাদনায়
ডক্টর মোঃ মাহমুদুল হাছান

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

মূল্য
টাকা ৫০০.০০, US$ 10

আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৩৫-৭৪১১-৪

প্রচ্ছদ
আব্দুল্লাহ আল মারুফ

প্রকাশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা- ১২০৫

পরিবেশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩০২ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (তৃতীয় তলা)
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

Smart Education, Morality and Technology by Dr Md Mahmudul Hassan, Published by Academia Publishing House Limited (APL) 253/254, Concord Emporium Shopping Complex, Katabon, Elephant Road, Dkaha-1205, Bangladesh, Cell: +880 01400403954, 01400403958, E-mail: aplbooks2017@gmail.com, Publishing year 2025, Price: Tk.500 / $10

উৎসর্গ

"স্মার্ট শিক্ষা, নৈতিকতা ও প্রযুক্তি" শীর্ষক বইটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা-মা, পরিবার-পরিজন ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য উৎসর্গিত।

সূচি

লেখকের কথা ০৯

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষায় স্মার্ট অ্যাপ্রোচ ১৩

শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা ১৩

শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৯

শিক্ষায় মৌলিক অ্যাপ্রোচ ৩২

স্মার্ট শিক্ষা এ্যাপ্রোচ ৪৬

স্মার্ট শিক্ষায় স্মার্ট শিক্ষক ৫৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষায় শিক্ষণ-শিখন অ্যাপ্রোচ ৫৭

শিক্ষণ কী ৫৭

শিক্ষণ বা শিক্ষাদানের প্রকার ৬০

শিক্ষণের উপাদান ৬৩

মনোযোগিতাপূর্ণ শিক্ষণ ৭৬

শিক্ষণের উদ্দেশ্য ৮১

শিক্ষায় শিক্ষার উদ্দেশ্যের ভূমিকা ৮৩

শিক্ষণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ৮৪

উত্তম শিক্ষণের বৈশিষ্ট্য ৮৬

শিক্ষণের পরিধি ৮৬

শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ৮৮

শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য ৮৯

শিখন কী? ৯১
শিখন কৌশল ৯৪
শিখনের শর্তসমূহ ৯৬
শিখনের বৈশিষ্ট্য ১০১
শিখন ও শিক্ষণের পারস্পরিক সম্পর্ক ১০৩
শিক্ষণ-শিখন উপকরণ ১০৫
শিক্ষণ-শিখনে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার ১০৮
শিখন সঞ্চালন ১১০
শিখন সংস্কৃতি ১১৮
বুদ্ধিভিত্তিক বা জ্ঞানীয় শিখন ১২৪
বেঞ্জামিন ব্লুম এর শিখনক্ষেত্র ১৩১

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষায় শিখন-শিক্ষণ তত্ত্ব ১৩৫
শিক্ষাধারায় পেডাগোজি ১৩৫
শিক্ষাধারায় অ্যান্ড্রাগোজি ১৫২
শিক্ষাধারায় হিউটাগোজি ১৬০
পেডাগোজি, অ্যান্ড্রাগোজি ও হিউটাগোজির মধ্যে পার্থক্য ১৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষায় নৈতিক অ্যাপ্রোচ ১৬৭
শিক্ষায় মনুষ্যত্ববোধ ১৬৯
মনুষ্যত্ববোধ বিকাশের ধরন ১৭৩
শিক্ষকের নীতি-নৈতিকতা ও আচরণ বিধি ২০৬
শিক্ষকদের পেশাগত নৈতিক আচরণ ২১৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বের নৈতিকতা ২১৪
শিক্ষায় সেভেন আর (7R) নৈতিক যোগ্যতা ২২৯
শিক্ষা এবং সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন মডেল ২৩২
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বুলিং-র‍্যাগিং বন্ধে নৈতিক অ্যাপ্রোচ ২৩৪

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষায় প্রযুক্তিগত অ্যাপ্রোচ ২৪১
শিক্ষা প্রযুক্তি কী? ২৪১
শিক্ষাপ্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ২৪৩
শিখন-শিক্ষণে শিক্ষাপ্রযুক্তির অবদান ২৪৪
শিক্ষাপ্রযুক্তির বিন্যাস ও প্রয়োগ ২৪৬
শিক্ষাপ্রযুক্তির প্রধান টুলস্ ২৪৯
শিক্ষাপ্রযুক্তির মৌলিক উপাদান ২৫৬
শিক্ষণ-শিখনে স্মার্ট স্কিলস বা দক্ষতা ২৫৯
স্মার্ট শিক্ষার সুবিধা ২৬০

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডিজিটালাইজড শিক্ষা অ্যাপ্রোচ ২৭১
ডিজিটাল শিক্ষা কী? ২৭২
ডিজিটাল শিক্ষার প্রভাব ২৭২
ডিজিটাল শিক্ষার সুবিধা ২৭৫
ডিজিটাল শিক্ষার সংকট ২৭৮
বাংলাদেশে ডিজিটাল শিক্ষার অগ্রগতি ২৮২
ডিজিটাল শিক্ষাধারায় স্টিম (STEAM) শিক্ষা ২৮৮
ডিজিটাল শিক্ষায় গেমিফিকেশন পদ্ধতি ২৯৩

ডিজিটাল শিক্ষায় আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এ আই) ৩০০
এ আই নিয়ে বিতর্ক ৩০৬
ডিজিটাল শিক্ষায় চ্যাটজিপিটি ৩০৭

সপ্তম অধ্যায়
ডিজিটাল শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার ও আসক্তি ৩১৩
ইন্টারনেট আসক্তি ও এর লক্ষণ ৩১৪
ইন্টারনেট আসক্তির কারণ ৩১৯
ইন্টারনেট আসক্তি ছড়ানোর কারণ ৩২৪
ইন্টারনেট আসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব ৩২৭
ইন্টারনেট আসক্তি থেকে মুক্তির প্রতিবন্ধকতা ৩৩৬
ইন্টারনেট আসক্তিকে বই পড়ার অভ্যাসে রূপান্তর ৩৩৮
অনলাইন গেমে ডিজিটাল আসক্তি ৩৪২
ডিজিটাল শিক্ষায় টিকটকের ক্ষতিকর প্রভাব ৩৪৮
ইন্টারনেট আসক্তি থেকে মুক্তির উপায় ৩৫২

তথ্যসূত্র ৩৫৫

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহতায়ালার যিনি মানুষকে দিয়েছেন মেধা, বুদ্ধি ও সৃজনশীল প্রতিভা, যার ফলে সে তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দিয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। মেধানিঃসৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে যারা শিক্ষাপ্রদান করে থাকেন, তাদের আমরা শিক্ষক বলি; আর যারা তাদের মনোযোগ ও স্বদিচ্ছা দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন, তাদের বলি শিক্ষার্থী। সুতরাং, মনুষ্য জগতে আমরা কেউ শিক্ষক, আবার কেউবা শিক্ষার্থী। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কৌশলগত বৈচিত্রময় ভিন্নতা দেখা দিতে পারে; যার ফলে সমাজের মানুষ বিভিন্নভাবে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এবং শিক্ষার বিকাশমান ধারায় তারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে।

শিক্ষাকার্যক্রমকে ফলবাহী ও কল্যাণমুখী করতে আমার অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা যে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তার ফলাবর্তনে যে পরিশ্রম সিদ্ধ হয়েছে, তার সফল প্রকাশই হলো আমার এ সৃষ্টিশীল রচনা "শিক্ষা, নৈতিকতা ও প্রযুক্তি" শিরোনামের বইটি। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রশাসনের সাথে যারা জড়িত, তাদের সকলের প্রয়োজনে রচিত হওয়ায় আলোচ্য বইটি শিক্ষার মান উন্নত করতে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পাঠন-পঠন (Teaching-Learning) প্রক্রিয়ার উত্তম ধারণা দিতে অনেক সহযোগিতা করবে।

শিখন-শিক্ষণে আধুনিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার রূপান্তর একটি গভীর ও মাধ্যমিক পরিবর্তনের অধ্যায়। এ পরিবর্তনে মানুষকে নতুন দিকে নেওয়া, তার বৈচিত্র্যময় দক্ষতা বাড়ানো এবং প্রযুক্তির সাথে মিলে প্রগতি এনে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয়েছে প্রাথমিকভাবে প্রস্তুত একটি শিক্ষাধারার মাধ্যমে, যা পরবর্তীতে বিশেষভাবে আধুনিক ও প্রযুক্তিগত বলা হয়েছে। এ পরিবর্তনের কারণে এখন শিক্ষা শেখার সংসারে নতুন একটি দক্ষতার প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে, সেটি হলো ইন্টারনেট বা ডিজিটালাইজড শিক্ষা।

আগে শিক্ষণকার্য সম্পন্ন হতো শিক্ষকের মৌখিক প্রবৃত্তি, গ্রন্থমুদ্রণ, কলা-শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে, যা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং ক্রম-উন্নতির কারণে, আধুনিক শিক্ষার বৃদ্ধি অর্জন করেছে বিভিন্ন উপাধি, শাখা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে। অনলাইন শিক্ষা, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, মাইক্রোসফটওয়্যার, সিমুলেশন এবং ইন্টার অ্যাক্টিভ শিক্ষাপদ্ধতি এখন আমাদের শিক্ষা জগতে একটি অন্যতম অংশ হিসেবে কাজ করছে।

শিক্ষার গতিশীল ল্যান্ডস্কেপ নেভিগেট করার জন্য উদ্ভাবনী কৌশল এবং অন্তর্দৃষ্টিসহ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মতায়নের লক্ষ্যে অলংকৃত করা এ বইটি শিক্ষাদান এবং শেখার ক্রমবর্ধমান বাস্তবতার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। বর্তমানে আমরা ঐতিহ্যগত

(ট্রেডিশন্যাল) শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং প্রযুক্তির রূপান্তরকারী শক্তির সংযোগস্থলে এসে দাঁড়িয়েছি এবং শিক্ষায় একটি স্মার্ট পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এমতাবস্থায়, এ বইটি যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে, তার লক্ষ্যই হলো প্রচলিত অনুশীলন (Traditional Practice) এবং অত্যাধুনিক কৌশলগুলোর (Modern Strategy) মধ্যে ব্যবধান দূর করা, একটি আকর্ষক ও কার্যকর শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা গড়ে তোলা এবং শিক্ষা কৌশল ও শিক্ষা সরঞ্জামগুলোর একটি সমৃদ্ধ সম্পদ প্রদান করা।

এ বইয়ের অধ্যায়গুলো শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েরই বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে তৈরি করা হয়েছে। আলোচ্য বইয়ে একদিকে যেমন শিক্ষকদের জন্য উদ্ভাবনী শিক্ষার পদ্ধতি, প্রযুক্তির একীকরণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অভিযোজিত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করার কৌশলগুলো আবিষ্কার করা হয়েছে; অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের জন্য সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা এবং আজীবন শেখার দক্ষতা উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার বাস্তবভিত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণের কৌশল নিশ্চিত করা হয়েছে।

মোটকথা, "শিক্ষা, নৈতিকতা ও প্রযুক্তি" বইটির রচনা, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার একটি সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা। এটি আধুনিক শিক্ষার জটিলতাগুলো নেভিগেট করার এবং উদ্ভাবনী শিক্ষণ ও শেখার পদ্ধতির মধ্যে থাকা রূপান্তরমূলক সম্ভাবনাকে আলিঙ্গন করার জন্য একটি গতিশীল রোডম্যাপ।

"স্মার্ট শিক্ষা, নৈতিকতা ও প্রযুক্তি" আমার গবেষণা ও সম্পাদনায় রচিত এটি আমার নবম বই। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে লেখা এ বইটি শিক্ষণ-শিখন ধারায় সকলের জ্ঞান পিপাসার তৃষ্ণা মেটাবে বলে আমার আন্তরিক বিশ্বাস। বইটি রচনা করতে যাদের অনুপ্রেরণা আমাকে শক্তি যুগিয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো আমার পরিবার, সহকর্মীবৃন্দ ও শিক্ষার্থীগণ। আমি তাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি) এর সম্মানিত মহাসচিব ও বরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. এম আব্দুল আজিজ মহোদয়ের প্রতি, যিনি এ বইটি প্রকাশ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। আলোচ্য বইটি টাইপিং, কম্পোজিং ও সেটিংস-এ অনিচ্ছাকৃত কোন ভুলভ্রান্তি হলে আমি সবিনয়ে প্রার্থনা করছি। আপনাদের সহযোগিতা পেলে আগামী সংস্করণে বইটি পরিমার্জিত ও পরিশীলিতভাবে প্রকাশ করায় সচেষ্ট থাকবো।

সর্বোপরি, আমার লিখিত এ বইটি পড়ে যারা সামান্যতম উপকৃত হবেন এবং শিক্ষার মৌলিক ধারায় কোনো পরিবর্তন ও রূপান্তর আনতে সক্ষম হবেন, তাদের প্রতি আমার অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে গভীর ভালোবাসা ও অহর্নিশ শুভ কামনা।

জানুয়ারি, ২০২৪ ডক্টর মোঃ মাহমুদুল হাছান

ঢাকা

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষায় স্মার্ট অ্যাপ্রোচ

(Smart Approach in Education)

শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা

(Basic Concept in Education)

শিক্ষা হলো একটি আচরণগত পরিবর্তন। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শেখার সুবিধা বা জ্ঞান, দক্ষতা, মান, বিশ্বাস এবং অভ্যাস অর্জন করা যায়। কারো মতে, শিক্ষা হচ্ছে বৃদ্ধি ও বিকাশমূলক প্রক্রিয়া; আবার কেউ বলেন, শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া এবং জীবনযাপনের প্রস্তুতি।

বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত ধাতু 'শাস' থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো- শাসন করা। শিক্ষা শব্দটির সমার্থক শব্দ 'বিদ্যা' সংস্কৃত ধাতু 'বিদ' থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো 'জানা' বা 'জ্ঞান' অর্জন করা। শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Education' শব্দটির উৎস কয়েকটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। কারো মতে, শব্দটি ল্যাটিন 'Educere' থেকে উদ্ভূত, যার ইংরেজি অর্থ হচ্ছে To lead out অর্থাৎ শিশু এবং শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে যেসব মানসিক শক্তি জন্মসূত্রে বিদ্যমান সেগুলোকে বাইরে আনা।

দ্বিতীয় মত অনুযায়ী: Education শব্দটির মূল ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো To bring up – অর্থাৎ প্রতিপালন করা বা পরিচর্যা করা। এ অর্থে শিক্ষা হচ্ছে, কত গুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শ সামনে রেখে শিশুকে সঠিকভাবে লালনপালন করার প্রক্রিয়া।

তৃতীয় মত অনুযায়ী: 'Education' ইংরেজি শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Educatum' থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো- 'The act of training'। এ মতানুযায়ী শিক্ষার অর্থ হচ্ছে শিশু বা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনোপযোগী কিছু কৌশল আয়ত্ত করার প্রশিক্ষণ দেওয়া ।

Joseph Twadell Shipley তাঁর 'Dictionary of Word Origins' এ লিখেছেন 'Education' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'Edex' এবং 'Duccrduc' শব্দগুলো থেকে। যার শাব্দিক অর্থ হলো- যথাক্রমে বের করা, পথপ্রদর্শন করা। আর একটু ব্যাপক অর্থে তথ্য সংগ্রহ করে দেওয়া এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করা ।

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় চিন্তাবিদদের **ধারণায় শিক্ষা**

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা গবেষকদের দৃষ্টিতে শিক্ষা সম্পর্কে নানাবিধ পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন:

উপনিষদে বলা হয়েছে, *'শিক্ষা এমন একটি আচরণিক ক্ষমতা যা মানুষকে সংস্কারমুক্ত করে তোলে।'*

ঋগবেদে বলা হয়েছে, *'শিক্ষা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মত্যাগী করে তোলে।'*

কৌটিল্যের মতে, *'শিক্ষা হলো শিশুকে দেশ বা জাতিকে ভালোবাসার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কৌশল।'*

শঙ্করাচার্যের মতে, *'আত্মজ্ঞান লাভই হলো শিক্ষা।'*

'আধুনিক ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা গবেষকদের দৃষ্টিতে শিক্ষা সম্পর্কে নানাবিধ দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের মতামত প্রদান করা হলো :

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, *"তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে ।"*

গান্ধীজী বলেছেন, *'ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মার সুষম বিকাশের প্রয়াস হলো শিক্ষা।'*

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, *'মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশই হলো শিক্ষা।'*

ঋষি অরবিন্দ'র মতে, *'মানুষ যে বিকাশমান আত্মসত্তার অধিকারী তাকে সম্পূর্ণভাবে বিকাশ করার যে প্রচেষ্টা, তাই হলো শিক্ষা।'*

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদগণের মতানুযায়ী শিক্ষা

দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, *'শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনের বিকাশ সাধন এবং তার মাধ্যমে জীবনের মাধুর্য ও সত্য উপলব্ধিকরণ হলো শিক্ষা।'*

রুশো বলেছেন, *'শিক্ষা হলো শিশুর স্বতস্ফূর্ত আত্মবিকাশ, যা মানব সমাজে সকল কৃত্রিমতা বর্জিত একজন স্বাভাবিক মানুষ তৈরিতে সহায়ক।'*

জন ডিউই বলেছেন, *'শিক্ষা হলো অভিজ্ঞতার অবিরত পুনর্গঠনের মাধ্যমে জীবনযাপনের প্রক্রিয়া।'*

প্লেটো বলেছেন, *'শিক্ষা হলো শিশুর নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী দেহ-মনের সার্বিক বিকাশের সহায়ক প্রক্রিয়া।'*

ফ্রয়বেল বলেছেন, 'শিক্ষা হলো অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনার উন্মেষ সাধন।'

অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলা হয়েছে : *'জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্কুল বা কলেজে শিখন, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াই হলো শিক্ষা।' (* Education means a process of teaching, training and learning, especially in schools, or colleges, to improve knowledge and develop skills.)

জন মিল্টন বলেছেন, 'শিক্ষা হলো শরীর, মন ও আত্মার সঙ্গতিপূর্ণ উৎকর্ষ সাধন।' *(*Education is the harmonious development of mind, body and soul.)

হারম্যান হর্ন লিখেছেন, *'শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে মুক্ত সচেতন মানবসত্তাকে সৃষ্টিকর্তার সাথে উন্নত যোগসূত্র রচনা করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া, যেমনটি প্রমাণিত রয়েছে মানুষের বৃদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগগত ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয় পরিবেশ।'*

বিশিষ্ট দার্শনিক *সক্রেটিস* শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, *'নিজেকে জানার নামই শিক্ষা।'* আমেরিকান শিক্ষাবিদ *জন ডেউয়ে* বলেছেন, *'প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ ও মৌলিক মেজাজ প্রবণতা বিন্যাস করার প্রক্রিয়াই শিক্ষা।'*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মানবধর্ম' নামক গ্রন্থে বলেছেন, *'মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তার পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই হচ্ছে শিক্ষা।'*

ইসলামী ভাবাদর্শে শিক্ষার ধারণা

ইসলামী ভাবাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার মৌলিক অর্থকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। শিক্ষা বলতে বোঝানো হয়েছে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে আচরণিক যে বিনিময়, তাই শিক্ষা। সালাফে সালেহীন বা পূর্বতন মনীষীবৃন্দ ইসলামী শিক্ষার জন্য নানা শব্দে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমান যুগে শিক্ষার অগ্রপথিক ও কর্ণধার আলিমগণ এর সংজ্ঞা নির্ধারণে বিভিন্ন মত ব্যক্ত

করেছেন। তবে তাঁদের সবার বক্তব্যে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে সাযুজ্য দেখা যায়। আর সবার দৃষ্টিভঙ্গি, বৈশিষ্ট্য ও অভিরুচিগত পার্থক্যের কারণেই সংজ্ঞা নির্ধারণে এ মতভিন্নতা দেখা দেয়।

মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষাকে একজন ব্যক্তির আচরণ, চিন্তাভাবনা বা অনুভূতির পরিবর্তন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন, যেটি পরিলক্ষিত হয় আচরণ বা অভিজ্ঞতায়। একজন ব্যক্তি যখনই হাঁটেন, তখন তিনি ভাবেন এবং অনুভব করেন, তারপর হাঁটতে হাঁটতে যখন তিনি একটি নতুন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হন, তখন তিনি এমন একটি ক্রিয়াকলাপ করেন যা তাকে একটি নতুন শক্তি বা সক্ষমতা তৈরিতে সাহায্য করে। এটি হলো শিক্ষা। উল্লেখ্য যে, এ শিক্ষা কোনোভাবেই উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্য বা সৃষ্ট প্রাকৃতিক পরিপক্কতার ফলাফল নয়। শিক্ষা অর্জন করতে হয় এবং পরিবেশ পরিস্থিতিতে সেটি প্রয়োগ করতে হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এমমনই।

আহমেদ ইজ্জাত রাজেহ শিক্ষাকে আচরণ বা অভিজ্ঞতার একটি আপেক্ষিক ধ্রুবক পরিবর্তন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যা ব্যক্তির স্ব-ক্রিয়াকলাপের ফলে হয়, তা প্রাকৃতিক পরিপক্কতার ফলে নয়।

ইসলামী মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, 'ব্যক্তি যে জ্ঞান, অর্থ, ধারণা, দিকনির্দেশ, আবেগ ও প্রবণতা পরিবেশ-পরিস্থিতিতে অর্জন করে, তার সবই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমতা, অভ্যাস এবং মোটর বা নন-মোটর দক্ষতা, এ অধিগ্রহণটি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত উপায়ে অর্জিত হতে পারে এবং সেটিও শিক্ষা।'

আবদুর রহমান নিহলাওয়ী বলেন, 'শিক্ষা হলো ব্যক্তিক ও সামষ্টিক ব্যবস্থা যা জীবনের বাস্তবমুখী প্রয়োগের দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ, ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জীবনের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মানুষের চেতনার উন্নয়ন এবং তার আবেগ ও আচরণকে মূল ভিত্তির ওপর নির্মাণ করা।' [আবদুর রহমান নিহলাওয়ী, উসুলুত তারবিয়্যাতিল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা: ২৭]

শায়খ আমীন মুহাম্মদ আউয বলেন, 'শিক্ষা হলো ব্যক্তির চৈন্তিক, শারীরিক ও সামাজিক সকল দিকের উন্নয়ন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শিক জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী তার আচরণকে সুন্দর করা।' [শায়খ আমীন মুহাম্মদ আউয, আসালিবুত তারবিয়া ওয়াত তালীম ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা : ৩৪]

বিশিষ্ট কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল বলেছেন, 'মানুষের খুদি বা রূহের উন্নয়নই আসল শিক্ষা।'

মোটকথা, শিক্ষা হলো শিক্ষক-শিক্ষার্থীর এক সমন্বিত আচরণিক রূপান্তর। শিক্ষক তার জ্ঞান ও বিদ্যা শিক্ষার্থীদের মনে স্থানান্তর করেন এবং শিক্ষার্থী সেটি আত্মস্থ করে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন প্রণালিতে অভ্যস্ত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা হলো ব্যক্তির স্বকীয় চিন্তাচেতনা ও আবেগ-অনুভূতির সমন্বিত উন্নয়নধারা। শিক্ষা ইসলামের প্রাথমিক মৌলিক বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত। আদি শিক্ষক হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা। তাই ফেরেশতারা বলেছিলেন, *'হে আল্লাহ, আপনি পবিত্র! আপনি যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের আর কোনো জ্ঞান নেই; নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী ও কৌশলী।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ৩২)।*

শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের জন্য পঠন-পাঠন অন্যতম মাধ্যম। আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর প্রতি ওহির প্রথম নির্দেশ ছিল, *'পড়ো, তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন "আলাক" থেকে। পড়ো, তোমার রব মহা সম্মানিত, যিনি শিক্ষাদান করেছেন লেখনির মাধ্যমে। শিখিয়েছেন মানুষকে, যা তারা জানত না।' (সুরা-৯৬ আলাক, আয়াত: ১-৫)।*

ইসলামী ভাবাদর্শে, শিক্ষায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মূল পাঠ্যগ্রন্থ আল-কোরআন। *'দয়াময় রহমান (আল্লাহ)! কোরআন শেখাবেন বলে মানব সৃষ্টি করলেন; তাকে বর্ণনা শেখালেন।' (সুরা-৫৫ রহমান, আয়াত: ১-৪)।*

কর্মে ও আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তথ্য প্রদান বা জ্ঞান দান করাকে শিক্ষাদান বা পাঠদান বলে। খলিফা হজরত উমর (রা.)-এর এক প্রশ্নের জবাবে হজরত উবায় ইবনে কা'আব (রা.) বলেন, 'ইলম হলো তিনটি বিষয়, আয়াতে মুহকামাহ (কোরআন), প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত (হাদিস) ও ন্যায় বিধান (ফিকাহ)।' (তিরমিজি)। হজরত উবায় ইবনে কাআব (রা.) বলেন, *'(শিক্ষিত তিনি) যিনি শিক্ষানুযায়ী কর্ম করেন; অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষাও থাকে।' (তিরমিজি ও আবু দাউদ)।*

ইলম বা জ্ঞান হলো মা'লুমাত বা ইত্তিলা'আত তথা তথ্যাবলি। এটি দু'ভাবে অর্জিত হতে পারে, (ক) হাওয়াচ্ছে খামছা তথা পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। যথা: ১. চক্ষু, ২. কর্ণ, ৩. নাসিকা, ৪. জিহ্বা ও ৫. ত্বক। এ জ্ঞানকে ইলমে কাছবি বা অর্জিত জ্ঞান বলে। (খ) ওয়াহি। যথা: (১) কোরআন ও (২) সুন্নাহ বা হাদিস। এ প্রকার জ্ঞানকে ইলমুল ওয়াহি বা ওয়াহির জ্ঞান বলে। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান সদা পরিবর্তনশীল, ওহির জ্ঞান অপরিবর্তনীয়।